পামাস্টন হাই স্কুলে আশরাফুল

চৌধূরী মোঃ সদরউদ্দিন

পামাস্টন জায়গাটা অনেকটা ঢাকার উত্তরার মত। গতবছরও অস্ট্রেলিয়ার মাঝে জনসংখা বাড়ার দিক থেকে এর স্থান ছিল অনত্যম। সেই পামাস্টনের একমাত্র হাই স্কুলের IT শিক্ষক ইকবাল ভাই। স্কুলের প্রধান শিক্ষিকার ক্রিকেটের প্রতি প্রচন্ড টান, ফলাফলে ক্যানবেরা থেকে IT তে মাস্টার্স করা এই নিতান্ত ভদ্রলোক ইকবাল ভাইয়ের কাছে উনি আবদার করে বসলেন, বাংলাদেশ ক্রিকেট দলকে কিছুক্ষণের জন্যে হলেও আসতে হবে স্কুলে।

যথাসময়ে সেই অনুরোধ পৌছে দেওয়া হল বাংলাদেশ দলের ম্যানেজার হীরা ভাইয়ের কানে। বাংলাদেশ দলের প্রাক্তন অধিনায়ক এই অমায়িক ভদ্রলোকটি শত ব্যস্ততার মঝেও সময় বের করে ফেললেন। কিন্তু সারা দলের প্রাক্টিস বাদ যাবে সেটাও ঠিক না, তাই ঠিক হল শুধু আশরাফুল যাবে সাথে হীরা ভাই আর বাকি চারজন কর্মকর্তা। ঠিক সকাল ১১টার সময় আশরাফুল এসে হাজির হলো। স্কুলের ছাত্র ছাত্রীরা আগে থেকেই অপেক্ষা করছিল অধির অগ্রহ নিয়ে। ধরাবাধা আনুষ্টানিকতার মাঝে ছিল হীরা ভাই আর প্রধান শিক্ষিকার বক্তব্য, উপঢৌকন আদান প্রদান। বাংলাদেশ দল দিল সব খেলোয়াড়দের অটোগ্রাফ দেওয়া জার্সি।

আশরাফুল আজকাল একটা পরিচিত নাম, অতএব পরিচিতি পর্বটা সীমাবদ্ধ থাকল বাকিদের নিয়ে। অবশেষে আসল আশরাফুলের পালা, নানা প্রশ্ন, ভালোলাগলো আশরাফুলের উত্তর গুলো শুনে। একটা প্রশ্নছিল, ভাল ক্রিকেটার হতে কি লাগে। পরিচিত প্রশ্ন, উত্তরটা সাধারণত হয়, parctice, practice and practice, আশরাফুল কিন্তু উত্তরটা দিল অন্যরকম। ও বল্লো, প্রথমেই লাগবে একটা স্বপ্ন, এরপর ইচ্ছা, তার পর নিজের দূর্বলদিক সম্পর্কে ধারণা এবং সেটা ঠিক করার সাধনা। অনেক প্রশ্নের পর আসলো ছবি তোলা আর অটোগ্রাফ নেবার পালা। নানা জনের নানা জায়গায় অটোগ্রাফ নেবার আবদার, কারও হাতে, কারও জামায়, কারও ক্যাপে, কারও আবার জুতায়। মেয়েদের উৎসাহটা একটু যেন বেশী মনে হল আমার কাছে।

স্কুলের ক্যাটারিং বিভাগের ছাত্র ছাত্রীরা তৈরী করেছিল দুপুরের খাবার, নানা পদের। আশরাফুল আমাকে শুধু জিজ্ঞাস করলো, ভাই ডাল ভাত আছেতো। নানা পদের খাবারের মাঝে তিন পদের পাউরুটির সাথে অস্ট্রেলিয়ান বাটার। আশরাফুলকে বললাম, নাও। উত্তর দিল আমি বাটার খাইনা।

স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা আশরাফুলকে একটা স্কুল ইউনিফর্ম দিয়েছিলেন। ইউনিফর্মটা সাথে সাথে পরে নিয়ে আশরাফুল হয়ে গেল নাইন/টেনে পরা স্কুলেরই এক ছাত্র।